প্রভুর কাজ ও পবিত্রতা

(Lord's Work & Holiness)

হগয় ২ অধ্যায় ১০-১৯ পদ

ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসের ফলস্বরূপ দক্ষিণ যিহূদা ব্যাবিলনের রাজা নবুখদনিৎসরের দ্বারা আক্রান্ত, লুণ্ঠিত ও ব্যাবিলনে নির্বাসিত হয়েছিল। এই সময় নবুখদনিৎসর শলোমনের তৈরী জেরুশালেম মন্দিরও ভেঙ্গে মাটিতে মিশিয়ে দেন ও আগুনে পুড়িয়ে দেন। ৭০ বৎসরের নির্বাসনের পর ঈশ্বর আবার তাদের যিহূদিয়াতে ফিরিয়ে আনেন ও তাঁর গৃহ নির্মাণ করতে বলেন। তারা সেই কাজ শুরুও করে এবং মাত্র ২ বৎসরের মধ্যে সেই গৃহের ভিত্তি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করে। কিন্তু তারপর যখন তারা সেই কাজে একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন সেই কাজ তারা বন্ধ রেখে দেয়। এইভাবে ১৬ বৎসর কেটে যায়। অবশেষে, তাঁর গৃহ নির্মাণ করতে তাদের উৎসাহিত করতে ঈশ্বর তাঁর ভাববাদী হগয়কে তাদের মধ্যে পাঠান।

- **প্রথম প্রচার**: হগয় ভাববাদী তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে দারিয়াবস রাজার রাজত্বের ২য় বৎসরের **৬ষ্ঠ মাসের ১ম দিনে** প্রথম ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেন এবং তাদেরকে ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে উৎসাহিত করেন (১:১-১১)।

- **কাজ শুরু**: তাঁর প্রচার শুনে তারা ঈশ্বরের বাক্যে মনোযোগ করে এবং **৬ষ্ঠ মাসের ২৪ তারিখে** ঈশ্বরের গৃহ পুনর্নির্মাণের কাজ পুনরায় শুরু করে (১:১২-১৫)।

- **দ্বিতীয় প্রচার**: কিন্তু ৭ম মাসে বিভিন্ন পর্ব থাকায় যখন তাদের কাজ বিলম্বিত হয় ও প্রথম মন্দিরের কথা স্মরণ করে তারা তাদের কাজে নিরুৎসাহিত হয়, তখন **৭ম মাসের ২১ তারিখে** হগয় ভাববাদী দ্বিতীয় বারের জন্য তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেন। তিনি তাদেরকে সাহস করতে ও ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বিশ্বাস করতে বলেন। তিনি তাদের আরও বলেন যে, সদাপ্রভুই আপন শক্তিতে সেই গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ করবেন, তিনিই সেই গৃহকে বিভিন্ন মনোরঞ্জন বস্তুতে পূর্ণ করবেন, প্রতাপে পূর্ণ করবেন। যার ফলস্বরূপ, সেই গৃহের পূর্ব প্রতাপ অপেক্ষা উত্তর প্রতাপ অধিক গুরুতর হবে, এবং তিনি সেখানে শান্তি প্রদান করবেন (২:১-৯)।

- **তৃতীয় প্রচার**: ধরা যেতে পারে, হগয় ভাববাদীর দ্বিতীয় প্রচার শুনে, যিহূদীরা ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণে তাদের নিরুৎসাহতাকে জয় করে পুনরায় কাজ শুরু করে। ধরা যেতে পারে, এইভাবে ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির নিজেদের হাতে নির্মাণ করার ফলস্বরূপ তারা ধর্মীয় আত্মতুষ্টিতে আক্রান্ত হয়। এর অর্থ, আত্ম-ধার্মিকতার প্রলোভনে তারা আক্রান্ত হয়। তারা এমন কথা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, পবিত্র ঈশ্বরের পবিত্র বিষয়ের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা তাদেরকেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পবিত্র করবে। এই অন্ধবিশ্বাস যখন তাদের মধ্যে মাথা চাড়া দেয়, তখন ঈশ্বর তাঁর ভাববাদী হগয়কে পুনরায় তাঁর বাক্য প্রচার করতে তাদের মধ্যে পাঠান। হগয় ভাববাদী **৯ম মাসের ২৪ তারিখে** তাদের কাছে তৃতীয় বারের জন্য ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেন (২:১০-১৯)। আজ আমরা হগয় ভাববাদীর এই তৃতীয় প্রচারের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করতে চেষ্টা করব এবং আজকের দিনে আমাদের জীবনে এই প্রচারের প্রাসঙ্গিকতা দেখব।

যখন তাদের মধ্যে ধর্মীয় আত্মতুষ্টি ও আত্ম-ধার্মিকতার প্রলোভন কাজ করেছিল, তখন হগয় ভাববাদী তাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে তাদের যাজকদের ঈশ্বরের বিধান সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন করেন। তাদের কাছ থেকে সঠিক উত্তর পাবার পর, সেই সঠিক উত্তরকে ভিত্তি করে হগয় ভাববাবদী তাদেরকে যে শিক্ষা দেন, তা হল, ঈশ্বরের গৃহ পুনঃনির্মাণের দ্বারা যিহূদীরা নৈতিক মানদণ্ডে পবিত্র হতে পারে না; ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির নির্মাণ তাদেরকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পবিত্র করে না। এই সত্য শিক্ষা তাদের কাছে তুলে ধরতে ঈশ্বর হগয় ভাববাদীকে বলেন তিনি যেন যিহূদীদের যাজকদের ২টি প্রশ্ন করেন। এই সময় যাজকদের দায়িত্ব ছিল বিধান রক্ষা ও ব্যাখ্যা করা। ঈশ্বরের সেই বিধানকে দৈনন্দিন জীবনের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে, তাও তারা তাদের শিক্ষা দিত। বিশেষত, বিভিন্ন বলিদান সংক্রান্ত

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

শুচি ও অশুচি বিষয়ে বিধানের সঠিক প্রয়োগ সম্বন্ধে মানুষদের শিক্ষা দিতে হত। তাই, ঈশ্বর হগয় ভাববাদীকে শুচি-অশুচি সংক্রান্ত এই দুটি প্রশ্ন যাজকদের করতে বলেছেন।

প্রথম প্রশ্ন: যাজকদের যে প্রথম প্রশ্নটি করতে ঈশ্বর হগয় ভাববাদীকে আদেশ করেন, তা আমরা ১২ পদে পাই, *"কেউ যদি নিজের কাপড়ের আঁচলে করে পবিত্র মাংস বয়ে নিয়ে যায়, আর সেই আঁচলে রুটি, কি সিদ্ধ সবজি, কি দ্রাক্ষারস, কি তেল, কি অন্য কোনও খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করা হয়, তবে সেই দ্রব্য কি পবিত্র হবে?"* এখানে পবিত্র মাংস বলতে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদানের জন্য যে মাংস পৃথক করে রাখা হত, তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। এখন আমরা জানি যে, একমাত্র মন্দিরেই ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান সম্ভব ছিল এবং সেই বলিদানের পর উৎসর্গীকৃত মাংস মন্দিরেই খাওয়া হত (লেবীয় ৬:২৬)। কিন্তু সেই সময় মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় থাকায়, সেই মাংস কাপড়ে করে বাড়িতে নিয়ে যাবার কথা এখানে বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, যে কাপড়ে করে বেঁধে সেই পবিত্র মাংস ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই কাপড়ের সঙ্গে যে সমস্ত বিষয়ের স্পর্শ ঘটে, তারা সকলেই কি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পবিত্র হয়ে য়ায়। এর উত্তর আমরা ১২ পদের শেষাংশে পাই, *"যাজকরা উত্তর করে বলল, না।"* যাত্রা ২৯:৩৭; লেবীয় ৬:২৬-২৭; ১০:১০; যিহিষ্কেল ৪৪:১৯ ইত্যাদি পদের প্রেক্ষিতে শুচিতা বা পবিত্রতা হল এমন বিষয়, যা এইভাবে স্পর্শের দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে পরিবাহিত হতে পারে না। এই উদাহরণের দ্বারা পবিত্র মাংস বলতে ঈশ্বরের গৃহ, তথা সেই মন্দির, যা তারা পুনঃনির্মাণ করছিল, তাকে নির্দেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে, রুটি, সবজি, দ্রাক্ষারস বা তেল বলতে যিহূদীদের নির্দেশ করা হয়েছে। তাই, এই উদাহরণের দ্বারা বলতে চাওয়া হয়েছে, মন্দির নির্মানের কাজ করার কারণে, ঈশ্বরের গৃহের সংস্পর্শে থাকার কারণে, কিংবা ভালো কাজ করার কারণে কেউ শুচি হতে পারে না। ঈশ্বরের সেবা বা কাজ করার দ্বারা তারা পবিত্র হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: ১৩ পদে দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হয়েছে, *"শবের স্পর্শে অশুচি কোনও লোক যদি এর মধ্যে কোনও দ্রব্য স্পর্শ করে, তবে তা কি অশুচি হবে?"* লেবীয় ২১:১১; গণনা ৯:৬-৭, ১০ পদে স্পষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কুষ্ঠ রোগের ন্যায় শব স্পর্শ করার দ্বারাও মানুষরা অশুচি হত। তাই, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, *"যাজকরা উত্তর করে বলল, তা অশুচি হবে।"* অর্থাৎ, অশুচিতা হল এমন বিষয়, যা স্পর্শের দ্বারা অন্য বস্তুতে পরিবাহিত হয়। এই দিক থেকে শুচি ও অশুচির মধ্যে পার্থক্য আমাদের কাছে স্পষ্ট। স্পর্শের দ্বারা শুচিতা পরিবাহিত হয় না, কিন্তু অশুচিতা পরিবাহিত হয়।

বিষয়টি উপলব্ধি করতে আমরা একটি উদাহরণ দিতে পারি। ধরুন, ক্ষেত থেকে দুটি ভালো আলু তুলে আনা হয়েছে। কিন্তু ক্ষেত থেকে আনার কারণে, দুটির গায়েই ময়লা লেগে আছে। এখন, একটি আলুকে সুন্দর করে ধোওয়া হল, কিন্তু অন্যটির প্রতি কিছুই করা হল না। এখন এই অবস্থায় যদি দুটি আলুকে একটি বাক্সে রেখে দেওয়া হয়, তাহলে, নোংরা আলুটি কি পরিষ্কার হয়ে যাবে? উত্তর, না। কিন্তু ধরুন, ক্ষেত থেকে যে দুটি আলু আনা হয়েছে, তাদের একটি পোকা-ধরা-পঁচা আলু। এখন যদি সেই পঁচা আলুটির সঙ্গে ভালো আলুটি একসঙ্গে একটি বাক্সে রেখে দেওয়া যায়, তাহলে, দেখা যাবে, কয়েক দিন পর ভালো আলুটিও পঁচে গেছে। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করে যে, মন্দতা যেমন সংক্রামক, উত্তমতা কিন্তু সেইভাবে সংক্রামক নয়। পবিত্র মন্দির যদিও তাদের পবিত্র করতে পারে না, কিন্তু তাদের অশুচিতা প্রভুর মন্দিরকে অশুচি করে তুলেছে।

সহজ কথায়, পাপময়তা সমস্ত বিষয় ও ব্যক্তিকে দূষিত করে। এখন যে যিহূদীরা ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণ করার কারণে আত্মধার্মিকতার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়েছে, তাদের এই কথা প্রথমে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, তারা নিজেরা পাপী, অশুচি; আর তার ফলস্বরূপ, তাদের পাপ মন্দিরকে ও তার উপাসনাকেও দূষিত করে থাকে। তাই, তাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, তারা পবিত্র ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণ করার কারণে, তারা নিজেরাও যে নৈতিকভাবে পবিত্র এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য, এই চিন্তা সঠিক নয়। তাই, ১৪ পদে হগয় ভাববাদী তাদের বলেছেন, *"সদাপ্রভু বলেন, আমার সম্মুখে এই বংশ তদ্রূপ ও এই জাতি তদ্রূপ; তাদের হাতের সমস্ত কাজও তদ্রূপ; এবং ঐ স্থানে তারা যা উৎসর্গ করে, তা অশুচি।"* ১ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, তারা ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণের কাজকে অবহেলা করেছে, যার অর্থ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তারা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগকে ভেঙ্গে ফেলেছে (হগয় ১:৮; ২:৯; যিহিষ্কেল ৩৬:২২-৩৮)। তাদের অবাধ্যতা তাদেরকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অশুচি করেছে। ফলস্বরূপ, তারা যা স্পর্শ করে, যে কাজ করে বা যা উৎসর্গ করে, তা-ও অশুচি হয়। ব্যাবিলনের নির্বাসন থেকে প্রথম প্রত্যাবর্তনের মুহূর্ত থেকেই তারা পুনঃনির্মিত বেদিতে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গের দায়িত্ব পালন করছিল (ইষ্রা ৩:১-৬)। কিন্তু সেই সমস্ত বলি অশুচি, যেহেতু তা অশুচি ব্যক্তিদের দ্বারা সেখানে আনা হয়েছে। আমাদের কাজের আগে আমাদের নিজেদের পরিবর্তন প্রয়োজন। আমরা নিজেরা যদি পরিবর্তিত না হই, আমাদের কাজ, তা যতই উত্তম হোক না কেন, তা কখনও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হয় না। ঈশ্বরের কাজ করার আগে আমাদের ঈশ্বরের সন্তান হতে হবে।

তাই ১৫-১৯ পদে হগয় তাদের আত্ম-সমীক্ষা করতে বলেছেন। ঈশ্বর কেন তাদের আশীর্বাদ করেননি, তা উপলব্ধি করতে তাদের জীবন আলোচনা করতে বলেছেন। তারা যেন উপলব্ধি করে যে, তারা তাদের অশুচিতার কারণেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছে। ১৫ পদে বলা হয়েছে, ***"এখন, বিনতি করি, আজকের দিনের পূর্বে যতদিন সদাপ্রভুর মন্দিরে পাথরের উপরে পাথর স্থাপিত ছিল না, সেই সকল দিন আলোচনা কর।"*** এখানে ***"আলোচনা করার"*** অর্থ তাদের অভিজ্ঞতা ও কাজের মধ্যে সম্পর্ককে যেন তারা উপলব্ধি করে। এই পদে মন্দির নির্মাণের কাজকে অবহেলার সময়কে নির্দেশ করা হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি তাদের সেই অবাধ্যতা ও মন্দির নির্মাণে তাদের সেই অবহেলা তাদেরকে অশুচি করেছিল এবং তা তাদের ঈশ্বরের সেই শাস্তির-পাত্র করেছিল, যে শাস্তির কথা ১৬ ও ১৭ পদে বলা হয়েছে। এর আগে ১:৬, ৯-১১ পদে যে কথা বলা হয়েছিল, এখানে তা পুনরায় বলা হয়েছে। ১৬-১৭ পদে বলা হয়েছে, ***"সেই সমস্ত দিনে তোমাদের মধ্যে কেউ ২০ কাঠা শস্যের কাছে আসলে কেবল ১০ কাঠা হত, এবং দ্রাক্ষাকুণ্ড থেকে ৫০ পূরা পরিমাণ করলে কেবল ২০ পূরা হত। আমি শস্যের শোষ (শুকিয়ে যাবার রোগ), ম্লানি (আদ্রতার কারণে ছত্রাক রোগ), শিলাবৃষ্টি দ্বারা তোমাদের হাতের সমস্ত কাজে তোমাদের আঘাত করতাম।"*** অর্থাৎ, কৃষিকাজে বা দ্রাক্ষারস উৎপাদনের কাজে তারা যা আকাঙ্ক্ষা করেছিল, এবং বাস্তবে যা লাভ করেছিল, তার মধ্যে বিরাট পার্থক্যের অভিজ্ঞতা তারা লাভ করেছিল। কৃষিকাজে তাদের আকাঙ্ক্ষার শতকরা ৫০ ভাগ এবং দ্রাক্ষারস উৎপাদনে তাদের আকাঙ্ক্ষার শতকরা ৪০ ভাগ তারা বাস্তবে লাভ করেছিল।

কিন্তু তাদের এইভাবে শাস্তিদানের মধ্যে কি কেবল ঈশ্বরের ক্রোধ ও বিচারই একমাত্র কারণ? না, তা ঠিক নয়। এইভাবে শাস্তিদানের পিছনে ঈশ্বর মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের পাপ থেকে মুক্তি। এই সমস্ত শাস্তির দ্বারা ঈশ্বর চাইছিলেন, তারা যেন নিজেদের জীবনকে প্রভুর বাক্যের (বিধানের) আলোকে সমীক্ষা করে এবং অনুতপ্ত হয়ে তাদের পাপপূর্ণ জীবন ত্যাগ করে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তন করে। এই কথাই ১৭ পদের শেষাংশে বলা হয়েছে, ***"তথাপি তোমরা আমার প্রতি ফিরতে না, এই কথা সদাপ্রভু বলেন।"*** কিন্তু সদাপ্রভুর এই কথা কেবল সেই দিনের জন্য প্রযোজ্য নয়, যে দিন পর্যন্ত সদাপ্রভুর মন্দিরে পাথরের উপর পাথর স্থাপিত ছিল না। কারণ, হগয় ভাববাদীর কথা শুনে তারা সেই মন্দিরে পাথরের উপর পাথর স্থাপন শুরু করেছিল, সেই কাজ তারা বিগত ৩ মাস (৬ষ্ঠ মাসের ২৪ তারিখ থেকে ৯ম মাসের ২৪ তারিখ) ধরে করে আসছে, কিন্তু এই সময়ের জন্যও এই কথা একইভাবে প্রযোজ্য। তাই, ১৮ পদে বলা হয়েছে, ***"বিনতি করি, আজকের দিন পর্যন্ত, এবং ইহার পরেও আলোচনা কর, ৯ম মাসের ২৪ দিন থেকে, সদাপ্রভুর মন্দিরে ভিত্তিমূল স্থাপনের দিন পর্যন্ত, আলোচনা কর।"*** অর্থাৎ, তারা পবিত্র ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণের কাজে নিজেদের পুনরায় উৎসর্গীকৃত করেছে, তথাপি তারা তাদের পাপপূর্ণ জীবন ত্যাগ করে ঈশ্বরের প্রতি ফেরেনি, তাই ঈশ্বর তাদের পুনরায় আত্মসমীক্ষা করতে বলেছেন। তারা কি এই সত্য উপলব্ধি করেছে? সেদিন শৌলের ন্যায় সেই সমস্ত যিহূদীর শমূয়েলের সেই কথা শোনা উচিৎ ছিল, ***"সদাপ্রভুর রবে অবধান করলে যেমন, তেমন কি হোমে ও বলিদানে সদাপ্রভু প্রসন্ন হন? দেখ বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞাপালন উত্তম ও মেষের মেদ অপেক্ষা অবধান করা উত্তম"*** (১শমূয়েল ১৫:২২)।

এখন, তারা যদিও তাদের পাপ থেকে ফেরেনি, তা সত্ত্বেও ঈশ্বর তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে চলেছেন। ৯ম মাসের ২৪ তারিখ থেকে তিনি তাদের গ্রহণ করতে চলেছেন, তাদের ক্ষমা করতে চলেছেন,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তাদের মন্দিরে বাস করতে চলেছেন এবং তাদের আশীর্বাদ করতে চলেছেন। এই কথাই ১৯ পদে বলা হয়েছে, *"আজ থেকে আমি আশীর্বাদ করব।"* এই দৃষ্টিকোন থেকে ১৯ পদের প্রথম অংশকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন হিসাবে উপলব্ধি করতে হবে: *"গোলায় কি কিছু বীজ অবশিষ্ট থাকবে? আর দ্রাক্ষালতা, ডুমুর, দাড়িম্ব (বেদানা) এবং জিতবৃক্ষেও (জলপাই) কি আর ফল ধরবে না?"* এই প্রশ্নের প্রেক্ষাপট যখন আমরা চিন্তা করি, তখন আমরা সহজেই এর উত্তর পাই। যেহেতু ঈশ্বর এই দিন থেকে আশীর্বাদ করতে চলেছেন, সেইহেতু, ঈশ্বর তাদের গোলায় বীজ অবশিষ্ট রাখতে চলেছেন; দ্রাক্ষালতা, ডুমুর, বেদানা, জলপাই বৃক্ষও ফল দেবে। যিহুদীরা যদিও জানে না, তাদের বীজ বা বিভিন্ন ফলের গাছে ফল ধরবে কি না, কিন্তু প্রকৃতি ও তাদের জীবনের প্রভু তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছেন যে, তিনি তাদের আশীর্বাদ করতে চলেছেন।

খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের ধর্মীয় জীবনেও এমন অনেক বিষয় আছে, যাদের পবিত্র সংস্পর্শে আমরা নিজেদের ধার্মিক বা পবিত্র মনে করতে পারি। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, ঐ সমস্ত পবিত্র বস্তুর সান্নিধ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমাদের পবিত্র করে না। বাইবেল, ক্রুশ, মাণ্ডলিক সংস্কার (বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজ), মতবাদ, বা ধর্মানুষ্ঠান আমাদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধার্মিক বা পবিত্র করে না। প্রভুর কথা বেশি বলার দ্বারা, বিভিন্ন সময় শাস্ত্রাংশ উদ্ধৃত করার দ্বারা, এমনকী উপাসনা বা মাণ্ডলিক সংস্কারে যোগদানের দ্বারাও আমরা কখনও আমাদের ধার্মিকতা বা পবিত্রতা দাবি করতে পারি না। লূক ১৮:৯-১৪ পদে আমাদের প্রভু যীশু ধর্মধামে একজন ফরীশী ও একজন করগ্রাহীর প্রার্থনার কথা বলে আমাদের এই একই শিক্ষা দিয়েছেন। এখন এই কথা শুনে অনেকে এমন কথা বলতে পারেন যে, যীশুর কথা বলে, বা প্রার্থনা করে, বা উপাসনায় যোগ দিয়ে যদি কোনও লাভই নেই, তাহলে তা না করাই ভালো। একথা সত্য যে ঐ সমস্ত কাজের দ্বারা আমরা ধার্মিকতা বা পবিত্রতা দাবি করতে পারি না; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা যে ধার্মিকতা বা পবিত্রতা লাভ করেছি, তা-ই আমাদের ঐ সমস্ত কাজে আরও বেশি সচেষ্ট করে। অর্থাৎ, আমরা তা করি ধার্মিকতা অর্জন করার জন্য নয়, কিন্তু যে ধার্মিকতা তাঁর অনুগ্রহে আমরা লাভ করেছি, তার ফলস্বরূপ।

অন্যদিকে, আবার অনেকের ধারণা, বাইবেল পাঠ, প্রার্থনা, মাণ্ডলিক সংস্কার বা ধর্মীয় কোনও আচার-অনুষ্ঠান পালন স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমাদের ঈশ্বরের আশীর্বাদ-পাত্র করে। সেদিন যিহূদীরা যেমন ভেবেছিল, তারা যেহেতু ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণের কাজে তাদের হাত লাগিয়েছে, ঈশ্বর অবশ্যই তাদের আশীর্বাদ করবেন। আমরা কি এইভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ জোর করে আদায় করতে পারি? যখনই আমরা এমন মনোভাবে আমাদের ধর্মীয় জীবন পালন করি, তখন সেই জীবনের সঙ্গে অবিশ্বাসীদের জীবনের কোনও পার্থক্য থাকে না। কারণ তারা তাদের কর্মের দ্বারা মোক্ষ লাভে বিশ্বাস করে। আমরা নিজেরা কখনও নিজেদের কাজের দ্বারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য করতে পারি না। একমাত্র তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহই আমাদেরকে তাঁর দৃষ্টিতে গৃহিত করে। মহাপাপ করার পর দাউদ এই সত্য উপলব্ধি করে বলেছিল, *"তুমি বলিদানে প্রীত নও, হইলে তা দিতাম; হোমে তোমার সন্তোষ নেই। ঈশ্বরের গ্রাহ্যবলি ভগ্ন আত্মা; হে ঈশ্বর, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করবে না"* (গীত ৫১:১৬-১৭)। আর তাই, আমরা যখন তাঁর আজ্ঞাসকল পালন করি, তখন সেই মনোভাবে তা পলন করি, যে বিষয়ে প্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, *"সেই প্রকারে সমস্ত আজ্ঞা পালন করলে পর তোমরাও বোলো, আমরা অনুপযোগী দাস, যা করতে বাধ্য ছিলাম, তাই-ই করলাম"* (লূক ১৭:১০)। আমরা যখন প্রভুর সেবা বা কাজ করি, তখন সে বিষয়ে চীৎকার করার কোনও কারণ নেই, কারণ আমরা তাঁর সেবা করতে বাধ্য, তিনি আমাদের প্রভু। কিংবা সেই কাজ করার পর বাহবা পাবার জন্য বা আশীর্বাদ পাবার জন্য দাবি করার কোনও কারণ নেই, কারণ সেই কাজ করতে তিনিই আমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কাজ, উভয়ের সাধনকারী (ফিলিপীয় ২:১৩)। পরিবর্তে, আমরা তাঁর কাজ করতে পারার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাব, সেই কাজে আমাদের যথেষ্ট ক্ষমতার অভাবের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চাইব, তাঁর কাজে আরও সচেষ্ট হবার ইচ্ছা তাঁকে জানাব।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com